ইউনিট

১

পৌরনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

ভূমিকা

আপনারা যে বিষয়টি পড়তে যাচ্ছেন তাকে বলে পৌরনীতি। এই বিষয়ের প্রথম ইউনিটটি পড়ে আপনি পৌরনীতি কাকে বলে এবং এই বিষয়টি পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি তা জানতে পারবেন। পৌরনীতি হচ্ছে নাগরিকতা সম্পর্কিত বিজ্ঞান। রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য, রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকের সহিত সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়, যেমন– সরকার, সংবিধান, আইন, স্বাধীনতা, সাম্য প্রভৃতি এর বিষয়বস্তু। এই ইউনিটটিতে পৌরনীতির সংজ্ঞা, পরিধি ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১ : পৌরনীতির সংজ্ঞা ও বিষয়বস্তু

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- পৌরনীতি শব্দটি কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে তা বলতে পারবেন।
- পৌরনীতির সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- পৌরনীতির বিষয়বস্তু উল্লেখ করতে পারবেন।

১.১.১ সংজ্ঞা

পৌরনীতির ইংরেজি প্রতিশব্দ Civics। ল্যাটিন শব্দ 'Civis' ও 'Civitas' হতে ইংরেজি Civics শব্দটি উৎপত্তি লাভ করেছে। এদের অর্থ যথাক্রমে 'নাগরিক' ও 'নগর রাষ্ট্র'। সুতরাং **উৎপত্তিগত দিক থেকে পৌরনীতি নাগরিক ও নগররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিজ্ঞান।**

মূলগত অর্থে পৌরনীতি বলতে নগররাষ্ট্র এবং নাগরিকের আচরণ ও দায়িত্ব-কর্তব্য সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে বুঝায়। কিন্তু বর্তমানে পৌরনীতিকে কেবলমাত্র মূলগত অর্থে আলোচনা করা হয় না। কেননা বর্তমানকালে নগররাষ্ট্রের পরিবর্তে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। তাই বর্তমানকালে পৌরনীতি বলতে রাষ্ট্র ও নাগরিক সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে বুঝায়। রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে রাষ্ট্রের কাজ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নাগরিকের রাজনৈতিক দিক ছাড়াও তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অন্যান্য দিক পৌরনীতির আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কারণ এগুলোও নাগরিকের রাজনৈতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই পৌরনীতির সংজ্ঞা ও পরিধি অনেক বিস্তৃত হয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যাপক ই,এম, হোয়াইট পৌরনীতির সংজ্ঞা দিয়ে বলেন, "পৌরনীতি হল জ্ঞানের সেই মূল্যবান শাখা যা নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবিকতার সহিত জড়িত সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।" **এফ,আই, গ্লাউডের মতে, "মানুষ যে সমস্ত অভ্যাস, প্রতিষ্ঠান ও কার্যাবলীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে অধিকার ভোগ করে সেসব সম্বন্ধে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে পৌরনীতি বলে।"**

১.১.২ পৌরনীতির পরিধি ও বিষয়বস্তু

পৌরনীতির পরিধি ব্যাপক। নাগরিক হিসেবে মানুষের জীবন ও কার্যাবলী যতদূর বিস্তৃত পৌরনীতির পরিধিও ততদূর বিস্তৃত। নিচে পৌরনীতির পরিধি বা বিষয়বস্তু আলোচনা করা হল :

(১) নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা– উত্তম জীবন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৌরনীতি নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে। নাগরিকতা, নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি, সুনাগরিকের গুণাবলী, নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পৌরনীতি বিস্তারিত আলোচনা করে। পৌরনীতি মূলত নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান।

(২) মৌলিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা– পৌরনীতি মানুষের আদি প্রতিষ্ঠান, যেমন– পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি ও রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করে।

(৩) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে আলোচনা– পৌরনীতি রাজনৈতিক কার্যাবলীর সহিত জড়িত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যেমন– সরকার, রাজনৈতিক দল, আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, নির্বাচকমণ্ডলী প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

(৪) নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক সম্পর্কে আলোচনা– পৌরনীতি নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক এবং কার্যাবলীর সাথে জড়িত স্থানীয় সংস্থা, যেমন– ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, মিউনিসিপ্যালিটি, সিটি করপোরেশন প্রভৃতির গঠন ও কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু কেবলমাত্র স্থানীয় সংস্থার মাধ্যমে নাগরিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না। তাই একজন নাগরিক রাষ্ট্রের জাতীয় কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু আজকের রাষ্ট্র এককভাবে চলতে পারে না। তাই একটি রাষ্ট্র নিজ প্রয়োজন ও আন্তর্জাতিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক রচনা করে। এই সম্পর্কের কারণে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্র এ সকল সংস্থার সদস্য হিসেবে নাগরিকের উপর দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে। তাই স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হিসেবে পৌরনীতি নাগরিকের কার্যাবলী আলোচনা করে।

(৫) নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা– অতীতে নাগরিকের রূপ, অধিকার ও কর্তব্য কেমন ছিল তা আলোচনার মাধ্যমে এবং নাগরিকতার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে পৌরনীতি ভবিষ্যৎ নাগরিকতার আদর্শ ও রূপের ইঙ্গিত দান করে।

পৌরনীতির পরিধি সম্পর্কে অধ্যাপক ই,এম হোয়াইট বলেন, "পৌরনীতি মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারের সেই মূল্যবান শাখা যা নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক নিয়ে আলোচনা করে।"

সার-সংক্ষেপ

পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। এই শাস্ত্র নাগরিকের অধিকার, কর্তব্য, মৌলিক প্রতিষ্ঠানাদি এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি নিয়ে আলোচনা করে। এছাড়া পৌরনীতি নাগরিকের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিক এবং নাগরিকতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবকিছু নিয়ে আলোচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। Civics শব্দটি কোন ভাষা থেকে এসেছে?
ক. জার্মান খ. ফরাসী
গ. আরবী ঘ. ল্যাটিন

২। রাষ্ট্র ও নাগরিক সংক্রান্ত বিজ্ঞান কোনটি ?
ক. সমাজ বিজ্ঞান খ. ইতিহাস
গ. নৃ-বিজ্ঞান ঘ. পৌরনীতি

৩। কোন সংস্থার কার্যাবলী পৌরনীতির আলোচ্য বিষয় ?
ক. ইউনিয়ন পরিষদ খ. কলেজ
গ. শিক্ষা বোর্ড ঘ. বাংলা একাডেমী

পাঠ ২ : পৌরনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা এবং বাংলাদেশে পৌরনীতি পাঠের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- পৌরনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য পৌরনীতি পাঠের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

১.২.১ পৌরনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

পৌরনীতি মানুষকে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যের সঙ্গতি বিধানের প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করে। নিচে পৌরনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল :

(১) সুনাগরিকতার শিক্ষা অর্জন– পৌরনীতি নাগরিককে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সম্মক জ্ঞান দান করে এবং কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার উপভোগ করার শিক্ষাদান করে। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে সুনাগরিকের গুণাবলী, যথা– বুদ্ধি, আত্মসংযম, শৃঙ্খলা ও দেশাত্মবোধ জাগ্রত ও বিকশিত হয়।

(২) নাগরিক চেতনা লাভ– পৌরনীতির জ্ঞান না থাকলে মানুষ নাগরিক চেতনাবোধ লাভ করতে পারে না। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকরা জাতীয় আদর্শ, রাষ্ট্রীয় সংহতি এবং জাতীয় আদর্শের পরিপূরক কাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে মানুষ নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অধিকার আদায়ে অগ্রসর হতে পারে।

(৩) মৌলিক প্রতিষ্ঠানাদি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন– মানুষের মৌলিক প্রতিষ্ঠান, যেমন– পরিবার, সমাজ, সম্প্রদায়, জাতি, জাতীয়তা, রাষ্ট্র, সরকার, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, রাজনৈতিক দল, নির্বাচকমন্ডলী প্রভৃতির জ্ঞান অর্জনের জন্য পৌরনীতির পাঠ অপরিহার্য।

(৪) উদারতা ও সহনশীলতার শিক্ষা অর্জন– পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকগণ উদারতা, সহনশীলতা ও ব্যক্তিগত চিন্ত্রাভাবনার সাথে সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গতি বিধানের শিক্ষা অর্জন করে।

(৫) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশ– বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের উপর। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, যথা– সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।

(৬) নাগরিক জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি– পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকতার স্থানীয়, জাতীয় ও আন্ত্রর্জাতিক পরিমন্ডল সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এছাড়া পৌরনীতি নাগরিককে তার জাতীয় ও আন্ত্রর্জাতিক দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে।

(৭) জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের উপযোগী শিক্ষা অর্জন– আজকের কল্যাণমুখী রাষ্ট্র নাগরিক ও রাষ্ট্রের প্রতি যে গুরু দায়িত্ব অর্পণ করে, পৌরনীতির শিক্ষা সে ব্যাপারে সঙ্গতি বিধানে সহায়তা করে। মানুষ ও সমাজের জন্য কল্যাণকর কাজ ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দান করে।

(৮) রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য– পৌরনীতির শিক্ষা মানুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করে এবং তাদের মাঝে সে সকল

প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীতে অংশগ্রহণের আগ্রহ ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ফলে নাগরিকের মনের সংকীর্ণতা দূর হয় এবং রাষ্ট্রের কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নত নাগরিক জীবন লাভ করা সম্ভব হয়।

(৯) দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে– পৌরনীতি নাগরিককে জাতীয় চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে এবং জাতীয় চেতনার সাথে একাত্মওয়ার প্রেরণা দান করে। জর্জ বার্নার্ড শ' বলেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষাই সভ্যতার একমাত্র রক্ষাকবচ।" পৌরনীতির পাঠ নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি করে এবং দেশকে ভালবাসতে শেখায়। দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের প্রেরণা দান করে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে। সুতরাং উত্তম নাগরিক জীবনের নিমিত্তে পৌরনীতি পাঠ করা আমাদের সকলের জন্য আবশ্যক।

১.২.২ বাংলাদেশে পৌরনীতি পাঠের গুরুত্ব

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এই রাষ্ট্র নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের পুনর্গঠনের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছে। পৌরনীতির শিক্ষা নাগরিককে তার দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করবে এবং দেশগড়া ও দেশরক্ষার মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত করবে। স্বাধীনতা অর্জন করা অপেক্ষা স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন। পৌরনীতির জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নাগরিকরা স্বাধীনতাকে সংহত ও অর্থবহ করে তোলার শিক্ষা অর্জন করবে। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাস ও জাতির মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ-তিতিক্ষা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে এবং জাতি গঠনের জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে। তাছাড়া পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকগণ আধুনিক কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের গঠন ও পরিচালনা সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করবে এবং এ ক্ষেত্রে তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রের মূলনীতি সম্পর্কে জানবে এবং মূলনীতির বাস্তবায়নে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারবে। পরিশেষে, পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মৌলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সঠিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে কি না সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে এবং সেগুলোর সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারবে।

সর্বোপরি, বাংলাদেশের মত একটি নবীন স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পৌরনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সুতরাং বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য পৌরনীতির পাঠ গ্রহণ করা অপরিহার্য।

সার-সংক্ষেপ

পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে নাগরিকরা সুনাগরিকতার গুণাবলী অর্জন করতে সক্ষম হবে এবং তাদের নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশের নাগরিকদের জন্য তাই পৌরনীতির পাঠ জরুরী। পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে তারা দেশরক্ষা ও দেশের সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করার শিক্ষা অর্জন করবে। সর্বোপরি জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে তারা তাদের জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পৌরনীতি পাঠ করলে মানুষ কি গুণ লাভ করতে পারে ?

ক. নাগরিক চেতনাবোধ খ. ব্যবসা পরিচালনা

গ. বক্তৃতা দান ঘ. স্বনির্ভরতা

২। পৌরনীতি নাগরিককে কি শিক্ষা দেয় ?

ক. সুনাগরিকতা খ. সহনশীলতা

গ. অর্থ উপার্জন ঘ. দল গঠন

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। পৌরনীতি বলতে কি বুঝায় ? –১.১.১ প্রথম অনুচ্ছেদ

২। পৌরনীতি কিরূপে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করে ? –১.২.১ (৯)

৩। বাংলাদেশে পৌরনীতি পাঠের উপকারিতা কি ? –১.২.২

৪। পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান – উক্তিটি আলোচনা করুন। –১.১.২ (১)

রচনামূলক প্রশ্ন

১। পৌরনীতি বলতে কি বুঝায়? পৌরনীতির বিষয়বস্তু আলোচনা করুন। –১.১.১ ও ১.১.২

২। পৌরনীতি পাঠের উপকারিতা আলোচনা করুন। –১.২.১

৩। বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৌরনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন। –১.২.২

৪। পৌরনীতিকে পাঠ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন কেন ? যুক্তি দিন। –১.২.২ অনুসরণ করে লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। ঘ, ২। ঘ, ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। ক, ২। ক